৩৫ বছর পর রাকসু নির্বাচন : ভিপি পদে আলোচনার কেন্দ্রে ছয় মুখ

অনলাইন ডেস্ক

সংগৃহীত ছবি

৩৫ বছর পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে ভোটার তালিকা প্রকাশ ও মনোনয়নপত্র জমাদানের সময় শেষ হয়েছে। কেন্দ্রীয় সংসদের ২৫টি পদে এবার লড়ছেন মোট ৩২০ জন প্রার্থী। ভাইস প্রেসিডেন্ট (ভিপি) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ১৮ জন।

ঘোষিত ১১টি প্যানেলের মধ্যে ১০টিতে রয়েছে ভিপি প্রার্থী। একটি প্যানেলে নেই ভিপি ও জিএস প্রার্থী। প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার পর থেকেই ক্যাম্পাসজুড়ে বইছে নির্বাচনী আমেজ। আবাসিক হল থেকে শুরু করে একাডেমিক ভবন, টিএসসি চত্বর বা ক্যাফেটেরিয়া–সবখানেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রাকসু নির্বাচন।

শিক্ষার্থীরা প্রার্থীদের ভাবমূর্তি, অভিজ্ঞতা, কার্যক্রম ও জুলাই অভ্যুত্থানে ভূমিকা নিয়ে বিশ্লেষণ করছেন বিস্তর।

প্রার্থীরা সরব প্রচারণায় ব্যস্ত। ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ তৈরি করছেন, ছুড়ছেন নানা প্রতিশ্রুতি–ক্লাস-পরীক্ষার অনিয়ম দূর, র‍্যাগিং প্রতিরোধ, লাইব্রেরিতে পর্যাপ্ত আসনের ব্যবস্থা, হলে পানি ও মশার সমস্যা সমাধানসহ নানা বিষয় সামনে এনে দিচ্ছেন আশ্বাস।

এই নির্বাচনে ভিপি পদে সবচেয়ে আলোচনায় থাকা ছয় প্রার্থী হলেন–

শেখ নূর উদ্দিন আবীর প্যানেল : ছাত্রদল সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম’

আন্দোলন-নির্যাতনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ আবীর ২০২৩ সালে ছাত্রলীগের হামলার শিকার হন।

তিনি বলেন, ‘দীর্ঘ ১৭ বছর আমরা গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার লড়াই করেছি। শিক্ষা, বাসস্থান, খাদ্য, চিকিৎসা এবং নারীদের সাইবার নিরাপত্তা– এসব আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার। সুষ্ঠু নির্বাচন হলে শিক্ষার্থীদের রায় মাথা পেতে নেব।’

মোস্তাকুর রহমান জাহিদ প্যানেল : শিবির সমর্থিত ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’

জাহিদ বলেন, ‘আমাদের প্যানেল অন্তর্ভুক্তিমূলক। নারী, সংখ্যালঘু, সাংস্কৃতিক কর্মী, আহত জুলাইযোদ্ধা–সবাই আমাদের

সঙ্গে।

আমি মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান– সব শিক্ষার্থীর ভিপি হতে চাই। শিবিরকে ঘিরে প্রচলিত মিথ এবার ভেঙে দেবে শিক্ষার্থীদের আস্থা।'

মেহেদী সজীব প্যানেল : 'আধিপত্যবিরোধী ঐক্য'

সজীব বলেন, 'শেষ মুহূর্তে প্যানেল গঠন করলেও আমরা তিনজনই দীর্ঘদিন শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে ছিলাম। জুলাইয়ের আগেও আমরা মাঠে ছিলাম। নারী নেতৃত্বের জায়গা আরো জোরালো করা জরুরি। আমাদের ভোট শিক্ষার্থীদের সচেতন ম্যান্ডেটেই হবে।'

ফুয়াদ রাতুল প্যানেল : বামপন্থী 'গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদ'

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের আহ্বায়ক রাতুল বলেন, 'মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সংকুচিত হয়েছে। অনেক বামপন্থী শিক্ষার্থী নিরাপত্তার অভাবে প্যানেলে আসতে সাহস পাননি। আতর বা বিরিয়ানি পার্টির সামর্থ্য আমাদের নেই, আছে আন্দোলনের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার্থীদের আস্থাভাজন হওয়ার ইতিহাস।'

মেহেদী মারুফ প্যানেল : 'রাকসু ফর র‍্যাডিক্যাল চেঞ্জ'

মারুফ বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-পরিবেশ অনুকূল নয়, বেকারত্ব ও শিক্ষক-শিক্ষার্থী দূরত্ব বাড়ছে। আমরা এমন একটি রাকসু গঠন করতে চাই, যা মৌলিক পরিবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।'

তাসিন খান প্যানেল : ‘সর্বজনীন শিক্ষার্থী সংসদ’ (স্বতন্ত্র, নারী ভিপি প্রার্থী)

রাবির ইতিহাসে প্রথম নারী ভিপি প্রার্থী হিসেবে আলোচনায় আসা তাসিন বলেন, ‘৫ আগস্টের পর আমি কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হইনি। আমরা ভেবেছিলাম জুলাই অভ্যুত্থানের পর ছাত্ররাজনীতিতে পরিবর্তন আসবে কিন্তু পুরোনো দলীয় সংগঠনগুলো এখনো লাগামহীন। রাকসু সেই লাগাম টেনে ধরার সুযোগ। আমি চাই একটি স্বতন্ত্র, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও দায়িত্বশীল রাকসু।’

তিনি আরো বলেন, ‘র‍্যাগিং, আবাসন সংকট, মানসিক স্বাস্থ্যসেবা, নারী শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের প্রতি অবহেলা– এসব সমস্যার সমাধানে কাজ করব।’